দৈনিক ইনকিলাব

২৪

তারিখ 09 OCT [redacted]
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1

### মিটফোর্ড হাসপাতালে যাচ্ছেতাই অবস্থা

# রোগীদের মেঝেতে নামিয়ে ছাত্রী ও ইন্টার্নীরা বেড দখল করে রেখেছে

।। নাঈমুল ইসলাম খান ।।

এক বছরেরও বেশী সময় ধরে মিটফোর্ড হাসপাতালের সবগুলো পেয়িং কেবিন ইন্টার্নী ডাক্তাররা দখল করে রেখেছে। এছাড়া হাসপাতালের পেয়িং ওয়ার্ডের প্রায় সমস্ত বেড দখল করে রেখেছে স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। ফলে, হাসপাতালের কোন রোগীই, যত জরুরীই হোক কোন পেয়িং বেড পাচ্ছে না, কেবিনের তো কোন প্রশ্নই আসে না। আর এই বেদখলের কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে প্রায় লাখ টাকা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রোগীদের দুর্ভোগ হচ্ছে সীমাহীন।

হাসপাতাল প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের বার বার নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও তারা কেবিন এবং ওয়ার্ড খালি করে দিচ্ছে না। ছাত্রী-ছাত্রী এবং ইন্টার্নীদের ঘেরাও-চড়াও এবং ভাঙচুরের ভয়ে হাসপাতাল প্রশাসন তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অসহায় বলে জানা গেছে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা তদন্তে কমিটি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

একটানা ৭৩ দিন বন্ধ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা তদন্তের জন্য ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ঐ দিন শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ আহূত সমাবেশ ও মৌন মিছিলে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য দায়ীদের সনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

## রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ প্রিন্সিপালের দুর্নীতিতে উদ্বেগ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ অভিভাবক অভিভাবিকা কল্যাণ সমিতির এয়ার পোর্ট রোডস্থ কার্যালয়ে

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

## তদন্ত কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা পরিষদের এক সভায় এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

একই সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে কোন ছাত্র হলের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ার বহির্ভুত কোন কাজে গ্রেফতার হলে বিশ্ববিদ্যালয় বা হল কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।

## ছাত্রী ও ইন্টার্নী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৃঢ় পদক্ষেপ নিলে এই অচলাবস্থার অবসান সম্ভব। তবে কেউ এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক সূত্রে বলা হয়েছে, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা মিটফোর্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়। ইন্টার্নীদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও সরকার কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করতে বাধ্য নন। সূত্রটি জানান, অনেক ছাত্রীকে নিজে থাকার জন্য বেড থেকে রোগীকে মেঝেতে নামিয়ে বেড [illegible] নিয়ে যাবার মত নিষ্ঠুর অমানবিকতা করতেও দেখা গেছে। ছাত্রী এবং ইন্টার্নীরা [illegible] যে কক্ষ বে-দখল করেছেন তাই নয়, [illegible] বে-আইনীভাবে হাসপাতালে [illegible] মেট্রেস, বালিশ, চাদর ও গ্যাস ব্যবহার করছেন। এমনকি বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে রান্না-বান্নাও করছেন। এভাবেও সরকারের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালের মানসিক রোগ ওয়ার্ড এবং ইএণ্ডটি ওয়ার্ডটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে। অপরদিকে হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকের বাসভবনটিও ইন্টার্নী ডাক্তারগণ দখল করে রাখায় হাসপাতালে অচলাবস্থা বিরাজ করছে এবং রোগীদের নানাবিধ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ এ এস এম আবদুল হাকিমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, হাসপাতালের নতুন ভবনের নীচে গাড়ী রাখার বিরাট আচ্ছাদিত অংশটি এতদিন স্থানীয় প্রভাবশালীদের যানবাহনে ঠাসা ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, ডাক্তারদের গাড়ী রাখারই কোন জায়গা পাওয়া যেত না। এসব গাড়ী সরিয়ে নিতে বললে স্থানীয় প্রভাবশালীরা অপদস্ত এবং 'দেখে নেবার' হুমকি দিত। পরে ঝুঁকি নিয়ে এই সকল গাড়ী হাসপাতাল এলাকা থেকে বের করে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং কেবিন বেদখল হয়ে থাকার ব্যাপারটিও তিনি স্বীকার করেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, কোন যুক্তিতেই রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড কিংবা কেবিনে ডাক্তার কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের থাকতে দেয়া যায় না। হাসপাতাল রোগীর সুবিধার জন্যে। তাদের মতে, রোগীর ভোগান্তির বিনিময়ে ডাক্তার আর ছাত্রীর আবাসিক সংকট নিরসন হাসপাতাল তৈরীর প্রাথমিক শর্তকেই অস্বীকার করার সামিল। তারা অভিমত দেন যে, পেয়িং কেবিন, পেয়িং ওয়ার্ড, মানসিক রোগী ওয়ার্ড- ইএণ্ডটি ওয়ার্ড, আবাসিক চিকিৎসকের বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রী, নার্স, ডাক্তার এবং কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য যে পৃথক কক্ষ সবই একে একে বেদখল হয়ে এখন [illegible]রণ বেড ও বেদখল হতে চলেছে। [illegible] অবস্থা চলতে দিলে হাসপাতালই ব[illegible] দিতে [illegible] পরাতন [illegible]

## মডেল কলেজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সমিতির নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকগণ প্রিন্সিপাল গিয়াস উদ্দিন হায়দার চৌধুরীর মারাত্মক দুর্নীতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তাঁরা বাংলাদেশের অন্যমত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে অসৎ, দুশ্চরিত্র ও মারাত্মক দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপালের অপসারণ দাবী করেন।

তারা বলেন, ইতিপূর্বে অভিভাবক সমিতি বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রিন্সিপালের দুর্নীতি তদন্তের দাবী করেছিলেন।